বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(বিচার শাখা)
www.supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-১ই-২১/২০০০ (অংশ-৭)-৬০১১ (৯) জে, তারিখঃ ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ। / ২৫ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের ৭২৫৩/২০১৯ ও ৭৩৫৭/২০১৯ নং ফৌজদারী আপীল মামলায় প্রদত্ত আদেশের সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের ৭২৫৩/২০১৯ ও ৭৩৫৭/২০১৯ নং ফৌজদারী আপীল মামলায় মাননীয় বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মহোদয়ের সমন্বয়ে গঠিত দ্বৈত বেঞ্চ গত ১৮.০৭.২০১৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশে দেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালসমূহে বিচারাধীন ধর্ষণ এবং ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা সংক্রান্ত মামলাসমূহসহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর অধীন অন্যান্য মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত উক্ত আদেশের কপি অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

২। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত মামলার আদেশের কপি অত্র কোর্টের ওয়েবসাইটে রয়েছে।

স্বাঃ/-
(মোঃ আলী আকবর)
রেজিস্ট্রার জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
ফোনঃ ৯৫৬১৯৫২
ই-মেইলঃ rg@supremecourt.gov.bd

কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা ও দায়রা জজ,--(সকল)।
৩। মহানগর দায়রা জজ, --(সকল)।
৪। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ----------------------------(সকল)।
৫। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,--(সকল)।
৬। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,---(সকল)।
৭। ডেপুটি রেজিস্ট্রার, রিসার্চ ইউনিট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
৮। মাননীয় প্রধান বিচারপতির সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
৯। মাননীয় প্রধান বিচারপতির একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগ, ঢাকা।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১। অফিস কপি।

২৫.১১.২০২০
(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার)
ফোনঃ ৯৫৬১৯৩২।

F./Sanjaydutt/Misc file/letter

In the Supreme Court of Bangladesh
High Court Division
(Criminal Appellate Jurisdiction)

(Arising out of Case No. 253 of 2018, arising out of Sariakandi P.S. Case No. 18 dated 27.01.2018, corresponding to G.R. No. 113 of 2018, in the Court of Judge, Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Tribunal No. 01, Bogura.)

In the matter of :
Md. Rahel alias Rayhan Son of Md. Mintu Miah, of village-Kuptala (Adarshapara) Police Station-Sariakandi, District-Bogura.

....Accused-Appellant
(In Jail Hazot)

-Versus-

The State
.....Respondent

উপস্থিত:

জনাব বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম
এবং
জনাব বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

ফৌজদারী আপীল নং-৭২৫৩/২০১৯

মোঃ রাহেল ওরফে রায়হান
.... আসামী-আপীলকারী।

বনাম

রাষ্ট্র
.... রেসপনডেন্ট।

জনাব গোলাম আক্তার জাকির, অ্যাডভোকেট
.... আসামী-আপীলকারীর পক্ষে।

এবং

ফৌজদারী আপীল নং-৭৩৫৭/২০১৯

মোঃ সেকান্দার আলী
.... আসামী-আপীলকারী।

বনাম

রাষ্ট্র
.... রেসপনডেন্ট।

জনাব মোঃ আব্দল্লাহ আল মাহাবুব, অ্যাডভোকেট
.... আসামী-আপীলকারীর পক্ষে।

জনাব মাহাবুবে আলম, অ্যাটর্নি জেনারেল সঙ্গে
মিস মৌদুদা বেগম, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল
মিস হাছিনা মমতাজ, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এবং
মিস শাহানা পারভীন, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল
.... রেসপনডেন্ট পক্ষে।

আদেশের তারিখ ঃ ০৩ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ১৮ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

আপীল নং-৭২৫৩/২০১৯, যা বগুড়ার বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাব্যুনাল নং-২-এ বিচারাধীন নারী ও শিশু মামলা নং-২৫৩/২০১৮ হতে উদ্ভূত, এবং আপীল নং-৭৩৫৭/২০১৯, যা ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাব্যুনাল নং-৩-এ বিচারাধীন নারী ও শিশু মামলা নং-২৬৫০/২০১৮ হতে উদ্ভূত, একত্রে আদেশের জন্য নেয়া হলো।

আসামী আপীলকারীগণ সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জামিন না-মঞ্জুর আদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল দুটি দাখিল করেছেন।

উভয় মামলার আপীলকারীগণের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য শ্রবন এবং তর্কিত আদেশ, এজাহার, তদন্ত রিপোর্ট, ভিকটিমের জবানবন্দী (নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ২২ ধারা অনুযায়ী) এবং উপস্থাপিত আনুষাঙ্গিক কাগজাদি পর্যালোচনা করা হলো।

রাষ্ট্রপক্ষে জামিনের বিরোধীতা করা হয়েছে।

আপীল নং-৭২৫৩/২০১৯ মামলায় একজন ৩য় শ্রেনীর ছাত্রী (বয়স ১১) এবং আপীল নং-৭৩৫৭/২০১৯ মামলায় একজন ২য় শ্রেনীর ছাত্রী (বয়স ০৮) আসামী-আপীলকারীগণ কর্তৃক ধর্ষণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে, যা তদন্তে প্রাথমিকভাবে সত্য হিসেবে প্রমানিত হয়েছে। আসামীদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকায় জামিনের আবেদন এপর্যায়ে না-মঞ্জুর করা হলো।

আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য ছিল মামলার নথী দীর্ঘদিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য প্রেরিত হলেও অদ্যাবধি রাষ্ট্র পক্ষ ট্রাইব্যুনালে একজন সাক্ষীও উপস্থাপন করতে পারেনি; এবং বর্তমান আইনে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে বিচারকার্য শেষ না হওয়ায় আসামীগণ জামিন লাভের হকদার।

দীর্ঘ সময় ধরে ফৌজদারী মামলা বিশেঃষত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর অধীনে ধর্ষন এবং ধর্ষন পরবর্তী হত্যা মামলা সমূহের আসামীগনের জামিন সংক্রান্ত বিষয়াদিসহ বিভিন্ন বিষয়ে মামলা পরিচালনায় আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, দেশের বিভিন্ন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধর্ষণ ও ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা সম্পর্কিত মামলা-সহ নারী ও শিশু নির্যাতন আইন, ২০০০-এর অধীন অনান্য মামলাসমূহ বিচারের জন্য অপেক্ষমান, যার মধ্যে ৪/৫ বছরের পুরাতন মামলার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। অভিযোগ গঠনে বিলম্ব এবং যুক্তি সংগত কারন ছাড়া ধার্য্য তারিখে রাষ্ট্রপক্ষে স্বাক্ষী উপস্থাপিত না হওয়ায় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ২/৩/৪/৫ মাস পর পর তারিখ নির্দ্ধারন করা হচ্ছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০-এর ধারা ২০(৩)-এ সুস্পষ্টভাবে মামলা বিচারের জন্য নথী প্রাপ্তির তারিখ হতে ১৮০(একশত আশি) দিনের মধ্যে বিচারকার্য সমাপ্ত করা এবং ধারা ২০(২)-এ মামলার শুনানী শুরু হলে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি কর্মদিবসে একটানা পরিচালনার নির্দেশনা থাকা সত্বেয় তা যথাযথ ভাবে অনুসরন ও প্রতিপালন হচ্ছে না; ব্যতিক্রম দু-একটি ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে ধর্ষন বিশেষতঃ শিশু ধর্ষণ ও ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার মত ঘৃন্য অপরাধের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দ্রুততম সময়ে অপরাধীদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না করায় এধরনের অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম একটি কারণ। এর দায় মুলতঃ রাষ্ট্রের উপর বর্তায়; কিন্তু বিচার বিভাগও জবাবদিহিতার উর্দ্ধে নয়। আইনের ৩১ক ধারায় বিচার বিলম্বের জন্য ট্রাইব্যুনাল, পাবলিক প্রসিকিউটর ও সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা-কে যথাক্রমে সুপ্রীম কোর্ট এবং সরকারের নিকট লিখিত ভাবে মামলাসমূহ নিষ্পত্তি না হওয়ার কারন ব্যাখ্যার সু স্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও সমন্বয়হীনতার

কারনে এই আইনের কার্যকর চর্চা এবং প্রতিপালন হচ্ছে না; অর্থাৎ সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা দৃশ্যমান নয়।

সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় ধর্ষণ এবং ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা সংক্রান্ত মামলাসমূহ সহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর অধীন অনান্য মামলা সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ***সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগ-কে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহ প্রদান করা হলোঃ***

১। দেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালসমূহে বিচারাধীন ধর্ষণ এবং ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা মামলাসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আইনের নির্ধারিত সময় সীমার (বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ হতে একশ আশি দিন) মধ্যে যাতে দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দকে সব ধরনের আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে;

২। ট্রাইব্যুনালসমূহকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এর ধারা ২০(২)-এর বিধান অনুসারে মামলার শুনানী শুরু হলে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি কর্মদিবসে একটানা মামলা পরিচালনা করতে হবে;

৩। ধার্য্য তারিখে সাক্ষী উপস্থিতি ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি জেলায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন), সিভিল সার্জনের একজন প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটরের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে। ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর কমিটির সমন্বয়কের দায়িত্বে থাকবেন এবং কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতি মাসে সুপ্রীম কোর্ট, স্বরাষ্ট্র এবং আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। যে সমস্ত জেলায় একাধিক ট্রাইব্যুনাল রয়েছে সে সমস্ত জেলায় সকল ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটরগণ মনিটরিং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং তাঁদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

৪। ধার্য্য তারিখে রাষ্ট্রপক্ষ সংগত কারন ছাড়া সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে মনিটরিং কমিটিকে জবাবদিহি করতে হবে;

৫। মনিটরিং কমিটি সাক্ষীদের উপর দ্রুততম সময়ে যাতে সমন জারী করা যায় সে বিষয়েও মনিটরিং করবেন;

৬। সমন জারীর পরও ধার্য্য তারিখে অফিসিয়াল সাক্ষীগণ যেমন, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, ডাক্তার বা অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ সন্তোষজনক কারন ব্যতিরেকে সাক্ষ্য প্রদানে উপস্থিত না হলে, ট্রাইব্যুনাল উক্ত সাক্ষীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ এবং প্রয়োজনে বেতন

কটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশসমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

 বন্ধের আদেশ প্রদান বিবেচনা করবেন।

আদালতের অভিমত ও প্রত্যাশা ঃ

আমাদের অভিজ্ঞতা হলো যে, ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলার আসামীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বেপরোয়া ও দুর্দান্ত প্রকৃতির। এরা ভিকটিম ও তাঁর পরিবারের উপর চাপ-প্রভাব বিস্তার করে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানে ভয়-ভীতি, প্রলোভন-সহ বিভিন্ন ধরনের কূটকৌশল অবলম্বন করেন। ক্ষেত্র বিশেষে সালিশের নামে সামাজিক বিচার করে ভিকটিম ও তাঁর পরিবারকে মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য এবং আদালতে সাক্ষ্য প্রদানে বিরত থাকার জন্য চাপ প্রদান করে থাকে।

উপরোক্ত অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ***আদালতের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, অবিলম্বে সাক্ষী সুরক্ষা আইন প্রনয়ন করা প্রয়োজন এবং আদালত এটাও প্রত্যাশা করছে যে, সরকার দ্রুততম সময়ে উক্ত বিষয়ে আইন প্রনয়ন করবে।***

উপরোক্ত ভাবে অত্র আপীল দুটি নিষ্পত্তি করা হলো।

আদেশের নির্দেশনা সমূহ বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনাল-সহ ১। সচিব, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ২। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ৩। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট-এর নিকট অবিলম্বে প্রেরন করা হোক।

M. Enayetur Rahim.
Md. Mostafizur Rahman.

Memo No: 53097 Date: 26/11/2020

Copy of the Court's Judgment **dated** 18/07/2019 forwarded to the

(1) রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট। Previous Memo No. 61611 dated 07.08.2019.
(2) সচিব, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। Previous Memo No. 61613 dated 07.08.2019.
(3) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। Previous Memo No. 61615 dated 07.08.2019.
(4) Chief Judicial Magistrate, Bogura. Previous Memo No. 61617 dated 07.08.2019.
(5) Chief Judicial Magistrate, Dhaka. Previous Memo No. 61619 dated 07.08.2019.
(6) Judge, Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Tribunal No. 1, Bogura. Previous Memo No. 61621 dated 07.08.2019.
(7) (District and Sessions Judge) Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Tribunal No. 3, Dhaka. Previous Memo No. 61623 dated 07.08.2019.

For information and necessary action as ordered by this Court.

By Order

26.11.2020
(Md. Siddiqur Rahman)
Deputy Registrar (Criminal-2)
Phone: 02-9588582.

26.11.2020
Superintendent

Type by: Zahidul........
Date by: 26.11.2020
Read by: Zahidul
Exd by: 26.11.2020